

উদ্ভাবন-সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন
বিবেচ্য সাল-২০১৬

(১) হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধনঃ

রাজকীয় সৌদি সরকার ২০১৬ খ্রি. (১৪৩৭ হি.) হতে হজের সকল কার্যক্রম ই-হজ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছে। রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি. (১৪৩৭ হি.) সন থেকে প্রথমবারের মত হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেছু সকল হজযাত্রীগণ অন-লাইন প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে নিবন্ধিত হবেন। নিবন্ধিত হজযাত্রীগণ সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটা অনুসারে নিবন্ধনের ক্রমানুসারে পবিত্র হজব্রত পালনের সুযোগ পাবেন। প্রত্যেক হজযাত্রী নিজের জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) দিয়ে প্রাক নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রির পর হজযাত্রীগণ ট্র্যাকিং নম্বরসহ একটি পেমেন্ট ভাউচার পাবেন। হজযাত্রীগণ উক্ত পেমেন্ট ভাউচার দিয়ে সরকার নির্বাচিত ব্যাংকে পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বরসহ একটি প্রাক-নিবন্ধন সনদ পেয়ে থাকেন।

উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে পবিত্র হজে গমন করতে পারছেন।

(২) হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ:

প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব ৬টি SMS প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। SMS এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

- ১। সফল রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন;
- ২। টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান;
- ৩। ভিসার জন্য সফলভাবে তথ্যাদি সৌদি দূতাবাসে প্রেরণের নোটিফিকেশন ও ট্র্যাকিং নম্বর;
- ৪। হজযাত্রীদের অনুকূলে গাইড বরাদ্দের নোটিফিকেশন এবং হজ গাইডের নাম;
- ৫। মোয়াল্লেম বরাদ্দের নোটিফিকেশন এবং মোয়াল্লেম নম্বর;
- ৬। আইডি কার্ড প্রস্তুতের নোটিফিকেশন।

উল্লিখিত সেবা প্রদানের ফলে হজযাত্রীগণ ঘরে বসেই বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছেন এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। এতে হজযাত্রীদের কোন বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না। এছাড়া কমেছে ভ্রমণ সংখ্যাও।

(৩) কিউ (Queue) ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করতে হজ অফিস (হাজী ক্যাম্প), ঢাকায় ভিসা লজমেন্ট কেন্দ্রে কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি বছর হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর প্রতিনিধিগণ ভিসা লজমেন্ট কেন্দ্রে আসেন। সেখানে এজেন্সীর প্রতিনিধিকে ভিসা লজমেন্ট করার জন্য একটি সিরিয়াল নম্বর দেয়া হয়। ডিসপ্লে সিস্টেমের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সিরিয়াল নম্বর প্রদর্শন করা হয়ে থাকে এবং প্রদর্শিত সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর প্রতিনিধিগণ হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট করে থাকেন।

এ সেবা চালুর ফলে হজ এজেন্সীর প্রতিনিধিগণ দ্রুততম সময়ে শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্ব স্ব এজেন্সীর হজযাত্রীগণের ভিসা লজমেন্ট কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারছেন।

(৪) হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান:

প্রতি বছর হজ মৌসুমে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত পত্রের মাধ্যমে হজযাত্রীগণ তাঁদের হজযাত্রা বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি (পিআইডি নম্বর, আইডি কার্ড, ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য, আবাসন সংক্রান্ত তথ্য, হজ গাইড, মোয়াল্লেম নম্বর, ভিসা ও টিকা কনফারমেশন ইত্যাদি) জানতে পারেন।

(৫) ই-ফাইল সিস্টেম বাস্তবায়ন:

কর্মক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইল সিস্টেম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইল সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ই-ফাইল সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক দপ্তর/শাখায় ই-ফাইল সিস্টেম চালু করা হবে।

(৬) বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরির সরকারি আদেশ ই-মেইলে প্রেরণ:

দেশব্যাপী ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরির সরকারি আদেশ (জিও) পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিকট শুধুমাত্র ডাকযোগে পাঠানো হত। অনেক সময় তা পৌঁছতে অনেক দেরি হতো। বর্তমানে সরকারি আদেশ (জিও) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিকট ডাকযোগের পাশাপাশি ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে কাজের দ্রুততা এসেছে এবং পূর্বের তুলনায় ভ্রমণ সংখ্যা ও খরচ কমেছে।

(৭) দাপ্তরিক ও নাগরিক যোগাযোগে ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:


দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নাগরিক আবেদন/অভিযোগ গ্রহণে ই-মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে। একাজে মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ই-মেইল ঠিকানা সহ দপ্তর/শাখা এবং ডেস্ক ভিত্তিক ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহৃত হচ্ছে। নাগরিক যোগাযোগ ও মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে ফেইসবুকে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব পেইজ খোলা হয়েছে। উক্ত পেইজে বিভিন্ন পর্যায় এবং কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ যুক্ত আছেন। ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে নিয়মিত নাগরিক মতামত গ্রহণ, তথ্য/পরামর্শ প্রদান এবং নাগরিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে।

(৮) ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন:

প্রতি বছর মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কার্যাবলী সংবলিত ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যাবলী (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, হজ, অনুদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি) এবং উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ও বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিফলিত হচ্ছে। ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে।

(৯) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কার্যাদি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এই অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতি অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিষয়ভিত্তিক যেমন- বাজেট ও অডিট ব্যবস্থাপনা, হজ ব্যবস্থাপনা, আইসিটি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্-২০০৮, চাকুরী বিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশিকা, ই-ফাইলিং, শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।


২৫/২/১৭
এ কে এম শহীদুল্লাহ
উপ-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার